

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন শীর্ষক ত্রৈমাসিক গবেষণা প্রতিবেদন

প্রকাশনায়

টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি)
ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারি, ২০২২

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন: ত্রৈমাসিক গবেষণা প্রতিবেদন

গবেষণা ও বিশ্লেষণ
ফারহানা জামান লিজা
মোঃ মহিউদ্দিন

গবেষণার পরামর্শক
সৈয়দ মাহবুবুল আলম

সার্বিক সহযোগিতায়
ডা. এস. কাদির পাটোয়ারী
মোঃ বজলুর রহমান

কৃতজ্ঞতায়
ব্যারিষ্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, এমপি

প্রকাশনায়
টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি)
ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি, ২০২২

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
প্রথম গবেষণার প্রতিবেদন	০১-০৫
আইন অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিব স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন- বর্তমান অবস্থা: প্রথম গবেষণা প্রতিবেদন	০১
প্রারম্ভিক	০২
গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল	০২
গবেষণার এলাকা, সময় ও পর্যবেক্ষণের সুযোগ	০৩
গবেষণার ফলাফল ও আলোচনা	০৩
প্রতিবন্ধকতা	০৪
সুপারিশমালা	০৫
উপসংহার	০৫
দ্বিতীয় গবেষণার প্রতিবেদন	০৬-১০
আইন অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিব স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন- বর্তমান অবস্থা: দ্বিতীয় গবেষণা প্রতিবেদন	০৬
প্রারম্ভিক	০৭
গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল	০৭
গবেষণার এলাকা, সময় ও পর্যবেক্ষণের সুযোগ	০৭
গবেষণার ফলাফল ও আলোচনা	০৮
প্রতিবন্ধকতা	০৯
সুপারিশমালা	১০
উপসংহার	১০
তৃতীয় গবেষণার প্রতিবেদন	১১-১৬
আইন অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিব স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন- বর্তমান অবস্থা: তৃতীয় গবেষণা প্রতিবেদন	১১
প্রারম্ভিক	১২
গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল	১২
গবেষণার এলাকা, সময় ও পর্যবেক্ষণের সুযোগ	১২
গবেষণার ফলাফল ও আলোচনা	১৩
প্রতিবন্ধকতা	১৫
সুপারিশমালা	১৫
উপসংহার	১৫

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন: ত্রৈমাসিক গবেষণা প্রতিবেদন

টিসিআরসি
২০২১

‘আইন অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন- বর্তমান অবস্থা’ প্রথম গবেষণা প্রতিবেদন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিয়েও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানছে না তামাক কোম্পানিগুলো।
টিসিআরসির কর্তৃক দেশের ১৬টি জেলার ৯৫১ টি তামাকজাত দ্রব্যের উপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, তামাকপণ্যের মোড়কে “ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫” এর ১০ বারো এর সকল উপধারা যেনে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের ব্যয় অনাকাজিৎভাবেই অনেক কম।



টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেন্টার (টিসিআরসি)
ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

আপিল ডিভিশনের স্বায় অমান্য করেছে তামাকপণ্যের মোড়কের নিচের সিকে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ করছে তামাক কোম্পানিগুলো

‘ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (সংশোধনী ২০১৩)’ এর ধারা ১০ অনুযায়ী সকল তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা সৌজিত উভয় পার্শ্বে মূল প্রদর্শনী তলের উপরিভাগে অনূন্য শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পরিমাণ স্থান জুড়ে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সম্পর্কিত হুমকি ছবি ও লেখা সহজাত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ করা বাধ্যতামূলক।

টিসিআরসির গবেষণায় দেখা যায়, ৭৯% তামাকপণ্যে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ হলেও তাতে অনেক খাঁচ ছিল। আইন অনুযায়ী মোড়কের ৫০ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের ব্যয় মাত্র ৯৯%। মোড়কের উভয় সিকে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণের ব্যয় ৪৪% এবং ১৭% মোড়কে মিনিমি মোড়কের ছবি পরিপূর্ণিত হয়নি। এছাড়া কোন সিগারেটের কার্টনেই সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী পাওয়া যায়নি।

‘আইন অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিব স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন- বর্তমান অবস্থা’

প্রথম গবেষণার ফল প্রকাশ

১৬ টি জেলায় পরিচালিত জরিপের ফলাফল ও তথ্য প্রকাশ

প্রারম্ভিক

বাংলাদেশ সরকার জনস্বাস্থ্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে ২০১৩ সালে ‘ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫’ আইনটি সংশোধন করে। সংশোধিত আইনের ধারা ১০ অনুযায়ী সকল তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটার উভয় পার্শ্বে মূল প্রদর্শনী তলের উপরিভাগে অনূ্য শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পরিমাণ স্থান জুড়ে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি সম্পর্কিত রসিন ছবি ও লেখা সম্বলিত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ করা বাধ্যতামূলক। তবে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের কারণে প্রায় দুই বছর পর আইনটির বিধিমালা পাশ হয় ২০১৫ সালে। এই বিধিমালা অনুযায়ী ১৯ মার্চ ২০১৬ হতে সকল তামাকজাত পণ্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা প্রদান করা বাধ্যতামূলক করা হয়।

সচিব স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বিনামূল্যে তামাক সেবীদের কাছে তামাক ব্যবহারের স্বাস্থ্যগত ক্ষতি সম্পর্কিত বার্তা পৌঁছে দিয়ে মানুষকে সচেতন করে। পাশাপাশি যারা পড়তে পারেন না তারাও তামাকের ভয়াবহতা সহজেই বুঝতে পারেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সচিব স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর সফল পাওয়া গেছে। ফলে তামাক কোম্পানিগুলো এই সতর্কবার্তা দিতে গড়িমসি করে এবং একটি মামলার মাধ্যমে সচিব স্বাস্থ্য সতর্কবাণীটি উপরে দেবার বদলে নিচে প্রদান করে।

সচিব স্বাস্থ্য সতর্কবাণী তামাক নিয়ন্ত্রণের একটি অন্যতম কার্যকরী পন্থা। তাই বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিব স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর সঠিকভাবে প্রদান হচ্ছে কি না, তা পর্যবেক্ষণের জন্য টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি) গত ১৯ মার্চ ২০১৬ থেকে দেশের সকল জেলাগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা করে আসছে ও তিনমাস অন্তর অন্তর তা প্রকাশের মাধ্যমে সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরছে।

গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল

টিসিআরসির গবেষণায় বেশ কিছু বিষয় উঠে এসেছে, তবে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- ৭৯% তামাকপণ্যের মোড়কে সচিব স্বাস্থ্য সতর্কবাণী পাওয়া গেছে;
- ৪৪% মোড়কে ব্র্যান্ড এলিমেন্ট পাওয়া গেছে;
- ৪% মোড়কে আইনে প্রদত্ত ছবি না দিয়ে পাশবর্তী দেশের ছবি মুদ্রণ করতে দেখা গেছে;
- ১৭% মোড়কে নির্দিষ্ট মেয়াদের ছবি পরিলক্ষিত হয়নি;
- ৩১% মোড়কেই পঞ্চাশ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিব স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ করা হয়নি;
- ৮২% মোড়কেরই নিচের দিকে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রিত হয়েছে;
- ৫৬% মোড়কের উপরপাশে এই সতর্কবাণী মুদ্রণ করা হয়নি;
- ৬% মোড়কে ছবির সাথে লিখিত বার্তা প্রদান করেনি;
- ৭৮% মোড়কে ছবি ও লেখার অনুপাত ছিল ৬:১;
- ২৭% মোড়কের সচিব স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর সালে কালো জমিনে সাদা অক্ষরে লিখিত বার্তা মুদ্রণ করা হয়নি;
- ৬% মোড়কের সচিব স্বাস্থ্য সতর্কবাণী স্ট্যাম্প/ ব্যান্ডরোল/ কাগজ দিয়ে ঢেকে থাকতে দেখা গেছে;
- ৯০% মোড়কের সচিব স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যান্ডরোল দিয়ে ঢেকে থাকতে দেখা গেছে;
- ৪৯% মোড়কেই “শুধুমাত্র বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত” মর্মে কোন বাণী প্রদান করা হয়নি;
- কোন বিড়ির মোড়কেই “শুধুমাত্র বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত” মর্মে কোন বাণী প্রদান করা হয়নি;
- কোন সিগারেটের কার্টনেই সচিব স্বাস্থ্য সতর্কবাণী পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশে সচিব স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের পাঁচ বছর অতিক্রম হলেও মাত্র ৭৯% তামাকপণ্যের মোড়কে সচিব স্বাস্থ্য সতর্কবাণী পাওয়া গেছে। সিগারেট বাদে আইনের ধারা ১০ এর সকল উপধারা মেনে সচিব স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার মাত্র ০.৩%।

গবেষণার এলাকা, সময় ও পর্যবেক্ষণের সূচক

টিসিআরসি গত আগস্ট ২০২০ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২১ সময়কাল ব্যাপি সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য দেশের ১৬টি জেলা হতে **GHW Monitoring Software** এর মাধ্যমে জরিপটির জন্য তথ্য সংগ্রহ করে এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। গবেষণাটিতে মানিকগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, বাগেরহাট, মেহেরপুর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, পটুয়াখালী, ভোলা, মৌলভীবাজার, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট ও জামালপুর এই ১৬টি জেলার সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রতিটি জেলার জেলা শহর ও একটি করে উপজেলা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মূলত আইনটির ১০ম ধারার প্রতিটি উপধারার সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যেই সব উপধারা গুলোকে সূচক ধরে এই গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পাদন হয়েছে। সেই সাথে তামাকপণ্যটি কোন ধরনের মোড়কে মোড়কজাত করা হয়েছে সে বিষয়টিও এই গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণা ফলাফল ও আলোচনা

মোট ৯৫১ টি তামাকপণ্য সংগ্রহ করা হয়। এরমধ্যে ৩৬৩টি সিগারেট, ৪১টি বিড়ি, ৫০৪টি জর্দা ও ৪৩টি গুল। জরিপকৃত তামাকপণ্যের মোড়কের মধ্যে ৩২৮টি কাগজের মোড়ক, ১৭৫টি টিনের কৌটা, ২০৪টি প্রাস্টিকের কৌটা, ৮৫টি পলি প্যাকেট, ১০২ টি বড় মোড়ক ও ৬০টি কার্টন ছিল।

গবেষণা অনুযায়ী, জরিপকৃত তামাকপণ্যের ৭৯% শতাংশে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী পরিলক্ষিত হলেও আইনের ১০ ধারার বিভিন্ন উপধারা অনুযায়ী মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের চিত্র নিম্নরূপ:

সারণি ১: প্রথম গবেষণায় সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার

তামাকপণ্যের ধরণ	স্যাম্পল সংখ্যা	সতর্কবাণী প্রদানের হার	৫০ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর হার	মোড়কের উভয় দিকে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার	তিন মাস পর পর সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী পরিবর্তনের অবস্থা	“শুধুমাত্র বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত” বার্তা	ব্র্যান্ড এলিমেন্ট
সিগারেট	৩৬৩	৮০%	১০০%	৯৯%	৯৪%	৭৯%	৫৮%
বিড়ি	৪১	৭৩%	৮৩%	৭%	৫৩%	০%	৭%
জর্দা	৫০৪	৮০%	৫৩%	৯%	৭৯%	৩৭%	৫০%
গুল	৪৩	৬৩%	৪১%	১১%	৪৮%	৬%	৩৩%
মোট	৯৫১	৭৯%	৬৯%	৪৪%	৮৩%	৫১%	৪৪%

এছাড়া আরো বেসকল বিষয় পরিলক্ষিত হয়:-

- ৯০% বিড়ির মোড়কেই সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যান্ডরোল দিয়ে ঢাকা ছিল।
- ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের ৭% মোড়কে বিদেশী (পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের) সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যবহার করেছে।
- ৬% মোড়কে ছবি স্পষ্ট বা বোধগম্য নয়।
- ৩% ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যে রঙিন ছবি ব্যবহার করা হয়নি।
- ৭৩% বিড়ি, ৩৪% জর্দা ও ৬৩% গুলের মোড়কে ছবির সাথে লিখিত সতর্কবার্তা কালো জমিনে সাদা অক্ষরে মুদ্রিত হয়নি।
- সিগারেট বাদে আইন অনুযায়ী সচিত্র সতর্কবাণী প্রদানের হার মাত্র ০.৫%।



চিত্র ১: প্রথম গবেষণায় তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের ধরণ

মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী উপরে হবে নাকি নিচে?

আইন অনুযায়ী মোড়কের উপরের ৫০ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী থাকার কথা থাকলেও তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের কারণে সতর্কবাণী নির্দেশনায় দীর্ঘদিন ধরেই তা মোড়কের নিচে মূদ্রণ হয়ে আসছিল।



চিত্র ২: প্রথম গবেষণায় ভিন্ন ভিন্ন তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার



চিত্র ৩: প্রথম গবেষণায় ভিন্ন ভিন্ন তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার

এ বিষয়ে কয়েকটি তামাক বিরোধী সংগঠন রিট করলে মহামান্য হাইকোর্ট জনস্বাস্থ্যের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করে এবং আইনের যথাযত প্রয়োগ নিশ্চিত মোড়কের উপরের দিকে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের পক্ষে রায় দেয়। তবে এ রায় কার্যকর হতে এখনো দেখা যায়নি। তামাক কোম্পানিগুলো এখনো পর্যন্ত মোড়কের নিচেই ছবি মুদ্রণ করে আসছে। এই গবেষণায় ৯৫১টি তামাকপণ্যের মাত্র ১৮% মোড়কের ক্ষেত্রে ছবি মোড়কের উপরে পাওয়া গেছে।

প্রতিবন্ধকতা

গবেষণার প্রতিবন্ধকতা:

গবেষণাটি পরিচালনায় মূল প্রতিবন্ধকতা ছিল বর্তমান কোভিড-১৯ অবস্থা। লকডাউন এবং কোভিড-১৯ আতঙ্ক ও তথ্য সংগ্রহকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহের বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা:

তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে। এর মধ্যে থেকে উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা তুলে করা হলো:

- ▶ তামাক পণ্যের মোড়কের ভিন্নতা, সাইজের ভিন্নতা, দুর্বল মোড়কজাতকরণ, কাগজে প্রিন্ট করে তা মোড়কের গায়ে সেটে দেওয়া;
- ▶ খোলা তামাক ও খুচরা শলাকা বিক্রয় সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায়;
- ▶ প্যাকেট বা মোড়কে উৎপাদনের তারিখ না থাকা;

- ▶ ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের প্রাস্টিকের মোড়ক ও পলি মোড়কের ব্যবহার এবং বিড়ির জন্য পাতলা কাগজের মোড়ক;
- ▶ চোরাই পথে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীবিহীন বিদেশী তামাক পণ্য দেশে আসা;
- ▶ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্থানীয় পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সঠিক মনিটরিং-এর অভাবেও পার পেয়ে যাচ্ছে কোম্পানিগুলো

সুপারিশমালা

উপরোক্ত দুর্বল দিক বিবেচনায় ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায়, দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক মুক্তি লাভের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

- আপিল ডিভিশনের রিট পিটিশন নং ১১৭৮৫ (২০১৬) এর রায় (তারিখ: ৬ ডিসেম্বর ২০২০) অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মোড়কের উপরের দিকে মুদ্রণ করা;
- সকল তামাকপণ্যের মোড়কের ৯০ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করা, এতে মোড়কের উপরে/নীচে ছবি প্রদানের সমস্যাও সমাধান হবে;
- বিড়ি, জর্দা ও গুলের ক্ষেত্রে মোড়কের ভিন্নতা, মোড়ক মান না থাকা, সাইজের ভিন্নতা, সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের উপযুক্ত মোড়ক না থাকা, অতি ছোট মোড়ক, এসকল সমস্যার একমাত্র সমাধান হতে পারে **Standard Packaging** প্রবর্তন;
- খুচরা শলাকা ও পানের সাথে জর্দা বিক্রয় বন্ধসহ, খোলা তামাক ও সাদা পাতাকে মোড়কের আওতায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- মোবাইল কোর্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ও সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীবিহীন তামাকপণ্য ধ্বংস করা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- উৎপাদিত পণ্যের মোড়কে উৎপাদনকারী কোম্পানির নাম ঠিকানা সুনির্দিষ্ট করে মুদ্রণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং উৎপাদনের তারিখ প্রদান বাধ্যতামূলক করা।

উপসংহার

বাংলাদেশে ১৮ মার্চ ২০২০^১ থেকে ২৮ জুলাই ২০২১ পর্যন্ত বিগত এক বছর চার মাসে করোনা মহামারীতে মারা গেছে ২০,০১৬ জন।^২ অন্যদিকে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১ লক্ষ ৬২ হাজার মানুষ ধূমপানের কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন রোগে মারা যায়।^৩ দেশের প্রায় ৪ কোটিরও বেশি মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার।^৪ দেশের ৩৫.৩% প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ^৫ এবং ৬.৯% কিশোর কিশোরী তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করে^৬। তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় তামাকজনিত অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি দিন দিন আরো বাড়ছে। তামাকজনিত ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর কারণে বাংলাদেশ প্রতিবছর ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা বা ৩.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে, যা ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জাতীয় আয়ের (জিডিপি) ১.৪ শতাংশ।^৭ তামাকের ব্যবহার কমানো গেলে দেশের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, কৃষি ও পরিবেশের উন্নয়নও সম্ভব। সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক। তাই ধূমপান নিয়ন্ত্রণ আইনটি বাস্তবায়নে প্রয়োজন শক্তিশালী সরকারি নজরদারি ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন, যা জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার এবং প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

^১ “দেশে করোনা শনাক্ত ২৫ হাজার ছাড়ল, মোট মৃত্যু ৫৭০”। প্রথম আলো। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০৫-১৯।

^২ <https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A6%8F%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80>

^৩ <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bangladesh/> (view on 28 July, 2021; time: 22:02)

^৪ দ্য টোব্যাকো অ্যাটলাস (The Tobacco ATLAS, 6th Edition)

^৫ https://files.tobaccoatlas.org/wp-content/uploads/2018/03/TobaccoAtlas_6thEdition_LoRes.pdf

^৬ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)

^৭ গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে, ২০১৭ (GATS 2017)

^৮ Bangladesh Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 2013.

^৯ Faruque GM et al. The Economic Cost of Tobacco Use in Bangladesh: A Health Cost Approach. Bangladesh Cancer Society (2019).

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33653817/>

টিসিআরসি
২০২২

‘আইন অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিব স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন- বর্তমান অবস্থা’ দ্বিতীয় গবেষণা প্রতিবেদন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০
সালের মধ্যে তামাকমুক্ত
বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা
দিলেও তামাক নিয়ন্ত্রণ
আইন মানিয়ে না তামাক
কোম্পানিগুলো।
টিসিআরসির কর্তৃক
দেশের ২৪টি জেলায়
১২৬৬ টি তামাকজাত
দ্রব্যের উপর পরিচালিত
গবেষণার দেখা যায়,
‘তামাকপণ্যের মোড়কে
‘পুষ্টিগত ও তামাকজাত
দ্রব্য ব্যবহার’ (নিয়ন্ত্রণ)
আইন ২০০৫’ এর ১৬
ধারা এর সকল উপধারা
মেনে সচিব স্বাস্থ্য
সতর্কবাণী প্রত্যাহার হতে
অন্যতঃসম্ভাব্য
অনেক কম।



টোব্যাকো কন্ট্রোল এক ডিরেক্টরেট (টিসিআরসি)
স্বাস্থ্য ইক্সিকিউটিভ সার্ভিসেস

আপিল ডিভিশনের রায় অমান্য করেই তামাকপণ্যের মোড়কের নিচে সচিব স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ করেছে তামাক কোম্পানিগুলো

‘পুষ্টিগত ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার’ (নিয়ন্ত্রণ) আইন,
২০০৫ (সংশোধনী ২০১৩) এর ধারা ১০ অনুযায়ী সকল
তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, বোতল, কার্টন বা কৌড়ির
উপর পর্যাপ্ত মূল প্রদর্শনী তুলে উপস্থাপন করবে শতকরা
পঞ্চাশ ভাগ পরিমাণ স্থান জুড়ে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের
কারণে সৃষ্ট ক্ষতি সম্পর্কিত বহিন ছবি ও লেখা সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য
সতর্কবাণী মুদ্রণ করা বাধ্যতামূলক।

টিসিআরসির গবেষণার দেখা যায়, ৮২% তামাকপণ্যে সচিব
স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ হলেও তাতে অনেক ত্রুটি ছিল। আইন
অনুযায়ী বোতলের ৫০ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিব স্বাস্থ্য
সতর্কবাণী প্রদর্শনের হার মাত্র ৫৬%। মোড়কের উপর দিকে সচিব
স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর মুদ্রণের হার ৩৭% এবং ৩৬% মোড়কে
নির্দিষ্ট মেসেজের ছবি প্রদর্শিত হয়নি। এছাড়া কোন
সিগারেটের কার্টনেই সচিব স্বাস্থ্য সতর্কবাণী পাওয়া যায়নি।

আইন অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন- বর্তমান অবস্থা

দ্বিতীয় গবেষণার ফল প্রকাশ

২৪ টি জেলায় পরিচালিত জরিপের ফলাফল ও তথ্য প্রকাশ

প্রারম্ভিক

বাংলাদেশ সরকার জনস্বাস্থ্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে ২০১৩ সালে ‘ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫’ আইনটি সংশোধন করে। সংশোধিত আইনের ধারা ১০ অনুযায়ী সকল তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটার উভয় পার্শ্ব মূল প্রদর্শনী তলের উপরিভাগে অনূ্য শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পরিমাণ স্থান জুড়ে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি সম্পর্কিত রক্তিন ছবি ও লেখা সন্নিবিষ্ট স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ করা বাধ্যতামূলক। তবে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের কারণে প্রায় দুই বছর পর আইনটির বিধিমালা পাশ হয় ২০১৫ সালে। এই বিধিমালা অনুযায়ী ১৯ মার্চ ২০১৬ হতে সকল তামাকজাত পণ্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা প্রদান করা বাধ্যতামূলক করা হয়।

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বিনামূল্যে তামাক সেবীদের কাছে তামাক ব্যবহারের স্বাস্থ্যগত ক্ষতি সম্পর্কিত বার্তা পৌঁছে দিয়ে মানুষকে সচেতন করে। পাশাপাশি যারা পড়তে পারেন না তারাও তামাকের ভয়াবহতা সহজেই বুঝতে পারেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর সফল পাওয়া গেছে। ফলে তামাক কোম্পানিগুলো এই সতর্কবার্তা দিতে গড়িমসি করে এবং একটি মামলার মাধ্যমে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীটি উপরে দেবার বদলে নিচে প্রদান করে।

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী তামক নিয়ন্ত্রণের একটি অন্যতম কার্যকরী পন্থা। তাই বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর সঠিকভাবে প্রদান হচ্ছে কি না, তা পর্যবেক্ষণের জন্য টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি) গত ১৯ মার্চ ২০১৬ থেকে দেশের সকল জেলাগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা করে আসছে ও তিনমাস অন্তর অন্তর তা প্রকাশের মাধ্যমে সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরছে।

গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল

টিসিআরসির গবেষণায় বেশ কিছু বিষয় উঠে এসেছে, তবে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- ৮২% তামাকপণ্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী পাওয়া গেছে;
- ২৫% মোড়কে ব্র্যান্ড এলিমেন্ট পাওয়া গেছে;
- ৫% মোড়কে আইনে প্রদত্ত ছবি না দিয়ে পান্থবর্তী দেশের ছবি মুদ্রণ করতে দেখা গেছে;
- ২১% মোড়কে নির্দিষ্ট মেয়াদের ছবি পরিলক্ষিত হয়নি;
- ৪৪% মোড়কেই পঞ্চাশ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ করা হয়নি;
- ৭২% মোড়কেরই নিচের দিকে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রিত হয়েছে;
- ৬৩% মোড়কের উভয়পাশে এই সতর্কবাণী মুদ্রণ করা হয়নি;
- ১০% মোড়কে ছবির সাথে লিখিত বার্তা প্রদান করেনি;
- ৭৫% মোড়কে ছবি ও লেখার অনুপাত ছিল ৬:১;
- ২১% মোড়কের সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর সালে কালো জমিনে সাদা অক্ষরে লিখিত বার্তা মুদ্রণ করা হয়নি;
- ৮% মোড়কের সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী স্ট্যাম্প/ ব্যান্ডরোল/ কাগজ দিয়ে ঢেকে থাকতে দেখা গেছে;
- ৭৩% বিভিন্ন মোড়কের সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যান্ডরোল দিয়ে ঢেকে থাকতে দেখা গেছে;
- ৫০% মোড়কেই “গুণমাজ বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত” মর্মে কোন বাণী প্রদান করা হয়নি;
- কোন সিগারেটের কার্টনেই সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী পাওয়া যায়নি।

২০২১ সালের মার্চ হতে সেপ্টেম্বর-এই ছয় মাসের তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের ছয় বছর অতিক্রম হলেও মাত্র ৮২% তামাকপণ্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী পাওয়া গেছে।

গবেষণার এলাকা, সময় ও পর্যবেক্ষণের সূচক

টিসিআরসি গত মার্চ ২০২১ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২১ সময়কাল ব্যাপি সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য দেশের ২৪টি জেলা হতে GHW Monitoring Software এর মাধ্যমে জরিপটির জন্য তথ্য সংগ্রহ করে এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। গবেষণাটিতে গাজীপুর, গোপালগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, রাজবাড়ি, শরীয়তপুর, চাঁদপুর, বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, রাজশাহী, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, কুষ্টিয়া, নড়াইল, সাতক্ষীরা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নীলফামারি, পঞ্চগড়, ময়মনসিংহ ও শেরপুর এই ২৪টি জেলার সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রতিটি জেলার জেলা শহর ও একটি করে উপজেলা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মূলত আইনটির ১০ম ধারার অধীনে উপধারার সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যেই সব উপধারা গুলোকে সূচক ধরে এই গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পাদন হয়েছে। সেই সাথে তামাকপণ্যটি কোন ধরনের মোড়কে মোড়কজাত করা হয়েছে সে বিষয়টিও এই গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণা ফলাফল ও আলোচনা

মোট ১২৮৮ টি তামাকপণ্য সংগ্রহ করা হয়। এরমধ্যে ৩৭০টি সিগারেট, ৬৭টি বিড়ি, ৭৬৪টি জর্দা ও ৮৭টি গুল। জরিপকৃত তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের মধ্যে ৩৭৪টি কাগজের মোড়ক, ৩০৯টি চিনের কৌটা, ২৭৮টি প্লাস্টিকের কৌটা, ১৬০টি পলি প্যাকেট, ৬৭ টি বড় মোড়ক ও ৪৬টি কার্টন ছিল।

গবেষণা অনুযায়ী, জরিপকৃত তামাকপণ্যের ৮২% শতাংশে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী পরিলক্ষিত হলেও আইনের ১০ ধারার বিভিন্ন উপধারা অনুযায়ী মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের চিত্র নিম্নরূপ:

সারণি ২: দ্বিতীয় গবেষণায় সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার

তামাকজাত দ্রব্যের ধরণ	স্যাম্পল সংখ্যা	সতর্কবাণী প্রদানের হার	৫০ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর হার	মোড়কের উভয় দিকে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার	তিন মাস পর পর সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী পরিবর্তনের অবস্থা	“ওধুমাত্র বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত” বার্তা	ব্রাড এলিমেন্ট
সিগারেট	৩৭০	৮৫%	৯৪%	৯৫%	৮৯%	৮৬%	২৬%
বিড়ি	৬৭	৬৫%	৬৫%	২৭%	৬৭%	২৭%	১৫%
জর্দা	৭৬৪	৮১%	৩৯%	৮%	৭৬%	৩৬%	২৭%
গুল	৮৭	৭৭%	২৫%	১৮%	৬৫%	২২%	১৮%
মোট	১২৮৮	৮২%	৫৬%	৩৭%	৭৯%	৫০%	২৫%

এছাড়া আরো যেসকল বিষয় পরিলক্ষিত হয়:-

- ধোঁয়াযুক্ত তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার ৮৩%।
- ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার ৮১%।
- ৭৩% বিড়ির মোড়কেই সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যান্ডরোল দিয়ে ঢাকা ছিল।
- ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের ৪৪টি মোড়কে (৫%) বিদেশী (পার্শ্ববর্তী দেশের) সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যবহার করেছে।
- ১০% মোড়কে ছবি স্পষ্ট বা বোধগম্য নয়।
- ১০% তামাকপণ্যে রঙিন ছবি ব্যবহার করা হয়নি।
- ১০৮টি মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী থাকলেও তার সাথে লিখিত বার্তা ছিল না।
- ১২% বিড়ি, ২৭% জর্দা ও ৫০% গুলের মোড়কে ছবির সাথে লিখিত সতর্কবার্তা কালো জমিনে সাদা অক্ষরে মুদ্রিত হয়নি।



চিত্র ৪: দ্বিতীয় গবেষণায় তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের ধরণ



চিত্র ৫: দ্বিতীয় গবেষণায় ভিন্ন ভিন্ন তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার



চিত্র ৬: দ্বিতীয় গবেষণায় ভিন্ন ভিন্ন তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার

মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী উপরে হবে নাকি নিচে?

আইন অনুযায়ী মোড়কের উপরের ৫০ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী থাকার কথা থাকলেও তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের কারণে সতর্কবাণী নির্দেশনায় দীর্ঘদিন ধরেই তা মোড়কের নিচে মুদ্রণ হয়ে আসছিল। এ বিষয়ে কয়েকটি তামাক বিরোধী সংগঠন রিট করলে মহামান্য হাইকোর্ট জনস্বাস্থ্যের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করে এবং আইনের যথাযত প্রয়োগ নিশ্চিত করে মোড়কের উপরের দিকে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের পক্ষে রায় দেয়। তবে এ রায় কার্যকর হতে এখনো দেখা যায়নি। তামাক কোম্পানিগুলো এখনো পর্যন্ত মোড়কের নিচেই ছবি মুদ্রণ করে আসছে। এই গবেষণায় ১২৮৮টি তামাকপণ্যের মাত্র ২৭% মোড়কের ক্ষেত্রে ছবি মোড়কের উপরে পাওয়া গেছে।

প্রতিবন্ধকতা

গবেষণার প্রতিবন্ধকতা:

গবেষণাটি পরিচালনায় মূল প্রতিবন্ধকতা ছিল বর্তমান কোভিড-১৯ অবস্থা। লকডাউন এবং কোভিড-১৯ আতঙ্ক ও তথ্য সংগ্রহকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহের বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা:

তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে। এর মধ্যে থেকে উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা তুলে করা হলোঃ

- ▶ তামাক পণ্যের মোড়কের ভিন্নতা, সাইজের ভিন্নতা, দুর্বল মোড়কজাতকরণ, কাগজে প্রিন্ট করে তা মোড়কের গায়ে সেটে দেওয়া;
- ▶ খোলা তামাক ও খুচরা শলাকা বিক্রয় সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায়;
- ▶ প্যাকেট বা মোড়কে উৎপাদনের তারিখ না থাকা;

- ▶ ধোয়াবিহীন তামাকপণ্যের প্লাস্টিকের মোড়ক ও পলি মোড়কের ব্যবহার এবং বিড়ির জন্য পাতলা কাগজের মোড়ক;
- ▶ চোরাই পথে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীবিহীন বিদেশী তামাক পণ্য দেশে আসা;
- ▶ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্থানীয় পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সঠিক মনিটরিং-এর অভাবেও পার পেয়ে যাচ্ছে কোম্পানিগুলো

সুপারিশমালা

উপরোক্ত দুর্বল দিক বিবেচনায় ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায়, দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক মুক্তি লাভের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

- আপিল ডিভিশনের রিট পিটিশন নং ১১৭৮৫ (২০১৬) এর রায় (তারিখ: ৬ ডিসেম্বর ২০২০) অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মোড়কের উপরের দিকে মুদ্রণ করা;
- সকল তামাকপণ্যের মোড়কের ৯০ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করা, এতে মোড়কের উপরে/নীচে ছবি প্রদানের সমস্যারও সমাধান হবে;
- বিড়ি, জর্দা ও গুলের ক্ষেত্রে মোড়কের ভিন্নতা, মোড়ক মান না থাকা, সাইজের ভিন্নতা, সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের উপযুক্ত মোড়ক না থাকা, অতি ছোট মোড়ক, এসকল সমস্যার একমাত্র সমাধান হতে পারে **Standard Packaging** প্রবর্তন;
- খুচরা শলাকা ও পানের সাথে জর্দা বিক্রয় বন্ধসহ, খোলা তামাক ও সাদা পাতাকে মোড়কের আওতায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- মোবাইল কোর্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ও সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীবিহীন তামাকপণ্য ধ্বংস করা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- উৎপাদিত পণ্যের মোড়কে উৎপাদনকারী কোম্পানির নাম ঠিকানা সুনির্দিষ্ট করে মুদ্রণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং উৎপাদনের তারিখ প্রদান বাধ্যতামূলক করা।

উপসংহার

বাংলাদেশে ১৮ মার্চ ২০২০^{১০} থেকে ২৮ জুলাই ২০২১ পর্যন্ত বিগত এক বছর চার মাসে করোনা মহামারীতে মারা গেছে ২০,০১৬জন।^{১১} অন্যদিকে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১ লক্ষ ৬২ হাজার মানুষ ধূমপানের কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন রোগে মারা যায়।^{১২} দেশের প্রায় ৪ কোটিরও বেশি মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার।^{১৩} দেশের ৩৫.৩% প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ^{১৪} এবং ৬.৯% কিশোর কিশোরী তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করে^{১৫}। তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় তামাকজনিত অসংক্রামক রোগের বৃদ্ধি দিন দিন আরো বাড়ছে। তামাকজনিত ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর কারণে বাংলাদেশ প্রতিবছর ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা বা ৩.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে, যা ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জাতীয় আয়ের (জিডিপি) ১.৪ শতাংশ।^{১৬} তামাকের ব্যবহার কমানো গেলে দেশের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, কৃষি ও পরিবেশের উন্নয়নও সম্ভব। সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক। তাই ধূমপান নিয়ন্ত্রণ আইনটি বাস্তবায়নে প্রয়োজন শক্তিশালী সরকারি নজরদারি ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন, যা জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার এবং প্রধানমন্ত্রীর মোষণা অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

^{১০} “দেশে করোনা শনাক্ত ২৫ হাজার ছাড়াল, মোট মৃত্যু ৩৭০”। প্রথম আলো। সন্ধ্যার তারিখ ২০২০-০৫-১৯।

<https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A6%SF%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80>

^{১১} <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bangladesh/> (view on 28 July, 2021; time: 22:02)

^{১২} দ্য টোবাকো অ্যাটলস (The Tobacco ATLAS, 6th Edition)

https://files.tobaccoatlas.org/wp-content/uploads/2018/03/TobaccoAtlas_6thEdition_LoRes.pdf

^{১৩} বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)

^{১৪} গ্লোবাল এ্যাডাল্ট টোবাকো সার্ভে, ২০১৭ (GATS 2017)

^{১৫} Bangladesh Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 2013.

^{১৬} Faruque GM et al. The Economic Cost of Tobacco Use in Bangladesh: A Health Cost Approach. Bangladesh Cancer Society (2019).

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33653817/>

টিনিয়ার্সি
জানুয়ারি ২০২২

‘আইন অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিব স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন- বর্তমান অবস্থা’ তৃতীয় গবেষণা প্রতিবেদন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০
সালের মধ্যে তামাকমুক্ত
বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা
দিলেও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন
মানুষ না তামাক
কোম্পানিগুলো।

টিনিয়ার্সির কর্তৃক দেশের
২৪টি জেলার ১৫৫২ টি
তামাকজাত দ্রব্যের উপর
পরিচালিত গবেষণায় দেখা
যায়, তামাকপণ্যের মোড়কে
“ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য
ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন
২০০৫” এর ১০ ধারা এর
সকল উপধারা মেনে সচিব
স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার
অন্যকমিতভাবেই অনেক
কম।



“২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে হবে।”

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



টোব্যাকো কন্ট্রোল এক ডিরেক্টরিয়েল (টিনিয়ার্সি)
ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
www.intercdui.org

তামাকপণ্যের মোড়কে সচিব স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণের হার বাড়লেও আইন অনুযায়ী সতর্কবার্তা মুদ্রণে অগ্রগতি হতাশাজনক

‘ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন,
২০০৫ (সংশোধনী ২০১৫)’ এর ধারা ১০ অনুযায়ী সকল
তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মেডুস, কার্টন বা বোটার
উপর পার্শ্ব মূল প্রদর্শনী রঙের উপরিভাগে অল্পা শতকরা
পঞ্চাশ ভাগ পরিমাণ ছাদ ছুড়ে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের
কারণে সৃষ্ট ক্ষতি সম্পর্কিত বার্তা ছবি ও লেখা সহিত স্বাস্থ্য
সতর্কবাণী মুদ্রণ করা বাধ্যতামূলক।

টিনিয়ার্সির গবেষণায় দেখা যায়, ১২.১% তামাকপণ্যে সচিব
স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ হলেও ভারত অনেক গ্যাপ ছিল। আইন
অনুযায়ী মেডুসের ৫০ শতাংশ এলাকা ছুড়ে সচিব স্বাস্থ্য
সতর্কবাণী প্রদানের হার মাত্র ৫.৮%। মেডুসের উভয় দিকে সচিব
স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণের হার ৩৬.১% এবং ১০.১% মোড়কে
কিছুই মেডুসের ছবি পরিচালিত হয়। এছাড়া কোল
সিগারেটের কার্টনেই সচিব স্বাস্থ্য সতর্কবাণী পাওয়া যায়নি।

infintercdiaui@gmail.com

আইন অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন- বর্তমান অবস্থা তৃতীয় গবেষণার ফল প্রকাশ

২৪ টি জেলায় পরিচালিত জরিপের ফলাফল ও তথ্য প্রকাশ

প্রারম্ভিক

বাংলাদেশ সরকার জনস্বাস্থ্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে ২০১৩ সালে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫' আইনটি সংশোধন করে। সংশোধিত আইনের ধারা ১০ অনুযায়ী সকল তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটার উভয় পার্শ্বে মূল প্রদর্শনী তলের উপরিভাগে অনূন্য শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পরিমাণ স্থান জুড়ে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি সম্পর্কিত রসিন ছবি ও লেখা সম্বলিত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ করা বাধ্যতামূলক। তবে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের কারণে প্রায় দুই বছর পর আইনটির বিধিমালা পাশ হয় ২০১৫ সালে। এই বিধিমালা অনুযায়ী ১৯ মার্চ ২০১৬ হতে সকল তামাকজাত পণ্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা প্রদান করা বাধ্যতামূলক করা হয়।

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বিনা মূল্যে তামাকসেবীদের কাছে তামাক ব্যবহারের স্বাস্থ্যগত ক্ষতি সম্পর্কিত বার্তা পৌঁছে দিয়ে মানুষকে সচেতন করে। পাশাপাশি যারা পড়তে পারেন না তারাও তামাকের ভয়াবহতা সহজেই বুঝতে পারেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর সুফল পাওয়া গেছে। ফলে তামাক কোম্পানিগুলো এই সতর্কবার্তা দিতে গড়িমসি করে এবং একটি মামলার মাধ্যমে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীটি উপরে দেবার বদলে নিচে প্রদান করে।

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী তামাক নিয়ন্ত্রণের একটি অন্যতম কার্যকরী পন্থা। তাই বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর সঠিকভাবে প্রদান হচ্ছে কি না, তা পর্যবেক্ষণের জন্য টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি) গত ১৯ মার্চ ২০১৬ থেকে দেশের সকল জেলাগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা করে আসছে ও তিনমাস অন্তর অন্তর তা প্রকাশের মাধ্যমে সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেছে।

গবেষণার এলাকা, সময় ও পর্যবেক্ষণের সূচক

টিসিআরসি গত সেপ্টেম্বর ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ সময়কাল ব্যাপি সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য দেশের ২৪টি জেলা হতে **GHW¹² Monitoring Software** এর মাধ্যমে জরিপটির জন্য তথ্য সংগ্রহ করে এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। গবেষণাটিতে ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, বান্দরবান, কক্সবাজার, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, জয়পুরহাট, নওগা, খুলনা, বিনাইদহ, মাগুরা, বরিশাল, বরগুনা, সিলেট, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর ও নেত্রকোনা এই ২৪টি জেলার সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রতিটি জেলার জেলা শহর ও একটি করে উপজেলা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মূলত আইনটির ১০ম ধারার প্রতিটি উপধারার সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যেই সব উপধারা গুলোকে সূচক ধরে এই গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পাদন হয়েছে। সেই সাথে তামাকপণ্যটি কোন ধরনের মোড়কে মোড়কজাত করা হয়েছে সে বিষয়টিও এই গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল

টিসিআরসির গবেষণায় বেশ কিছু বিষয় উঠে এসেছে, তবে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- ৮২% তামাকপণ্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী পাওয়া গেছে;
- ৪% মোড়কে আইনে প্রদত্ত ছবি না দিয়ে পাশ্বেদী দেশের ছবি মুদ্রণ করতে দেখা গেছে;
- ৮৩% মোড়কে নির্দিষ্ট মেয়াদের ছবি পরিলক্ষিত হয়েছে;
- ৫৮% মোড়কেই পঞ্চাশ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ করা হয়েছে;
- ২৮% মোড়কের উপরের দিকে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রিত হয়েছে;
- ৬২% মোড়কের উভয়পাশে এই সতর্কবাণী মুদ্রণ করা হয়নি;
- ৪% মোড়কে ছবির সাথে লিখিত বার্তা প্রদান করেনি;
- ১৮% মোড়কের লিখিত সতর্কবাণী কালো জমিনে সাদা অক্ষরে মুদ্রিত হয়নি;
- ৮১% মোড়কে ছবি ও লেখার অনুপাত ছিল ৬:১;
- ৭% মোড়কের সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী স্ট্যাম্প/ ব্যান্ডরোল/ কাগজ দিয়ে ঢেকে থাকতে দেখা গেছে;

২০২১ সালের মার্চ হতে সেপ্টেম্বর-এই ছয় মাসের তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের ছয় বছর অতিক্রম হলেও মাত্র ৮২% তামাকপণ্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী পাওয়া গেছে।

¹² GHW = Graphic Health Warning (সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী)

- ৫১% মোড়কেই “শুধুমাত্র বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত” মর্মে কোন বাণী প্রদান করা হয়নি;
- ৭১% বিড়ির মোড়কের সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যাডরোল দিয়ে ঢেকে থাকতে দেখা গেছে;
- কোন সিগারেটের কার্টনেই সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী পাওয়া যায়নি;

গবেষণা ফলাফল ও আলোচনা

মোট ১৫৫২ টি তামাকপণ্যের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে ৫১১ টি সিগারেট, ৮৫ টি বিড়ি, ৮৫৯ টি জর্দা ও ৯৭ টি গুল। জরিপকৃত তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের মধ্যে ৫০৫ টি কাগজের মোড়ক, ৩৬৪ টি টিনের কৌটা, ২৯৫ টি প্লাস্টিকের কৌটা, ২২২ টি পলি প্যাকেট, ৯২ টি বড় মোড়ক ও ৫৯ টি কার্টন ছিল।



চিত্র ৭: তৃতীয় গবেষণায় তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের ধরণ



চিত্র ৮: তৃতীয় গবেষণায় তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের ধরণের হার

গবেষণা অনুযায়ী, জরিপকৃত তামাকপণ্যের ১২৭২ টির মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করা হলেও আইনের ১০ ধারার উল্লেখযোগ্য উপধারা অনুযায়ী মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের চিত্র নিম্নরূপ:

সারণি ৩: তৃতীয় গবেষণায় সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার

তামাকজাত দ্রব্যের ধরণ	স্যাম্পল সংখ্যা	সতর্কবাণী প্রদানের হার	৫০ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর হার	মোড়কের উভয় দিকে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার	তিন মাস পর পর সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী পরিবর্তনের অবস্থা
সিগারেট	৫১১	৭৯%	৯৯%	১০০%	৯৮%
বিড়ি	৮৫	৮০%	৮৪%	১৭%	৭৪%
জর্দা	৮৫৯	৮৫%	৮০%	৯%	৭৬%
গুল	৯৭	৭৫%	১৯%	৪%	৭৬%

এছাড়া আরো যেসকল বিষয় পরিলক্ষিত হয়:-

- ধোঁয়াযুক্ত তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার ৭৯%
- ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার ৮৮%।
- ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের ৫৩ টি মোড়কে (৪%) বিদেশী (পার্বত্য দেশের) সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যবহার করেছে।
- ১৩% মোড়কে ছবি স্পষ্ট বা বোধগম্য নয়।
- ৭% তামাকপণ্যে রঙিন ছবি ব্যবহার করা হয়নি।
- ৫৫% বিড়ি, ২০% জর্দা ও ৬৯% গুলের মোড়কে ছবির সাথে লিখিত সতর্কবার্তা কালো জমিনে সাদা অক্ষরে মুদ্রিত হয়নি।



চিত্র ৯: তৃতীয় গবেষণায় ভিন্ন ভিন্ন তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার



চিত্র ১০: তৃতীয় গবেষণায় ভিন্ন ভিন্ন তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার

প্রতিবন্ধকতা

গবেষণার প্রতিবন্ধকতা:

গবেষণাটি পরিচালনায় মূল প্রতিবন্ধকতা ছিল বর্তমান কোভিড-১৯ অবস্থা। লকডাউন এবং কোভিড-১৯ আতঙ্ক ও তথ্য সংগ্রহকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহের বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা:

তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে। এর মধ্যে থেকে উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা তুলে করা হলো:

- ▶ তামাক পণ্যের মোড়কের ভিন্নতা, সাইজের ভিন্নতা, দুর্বল মোড়কজাতকরণ, কাগজে প্রিন্ট করে তা মোড়কের গায়ে সেটে দেওয়া;
- ▶ খোলা তামাক ও খুচরা শলাকা বিক্রয় সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায়;
- ▶ প্যাকেট বা মোড়কে উৎপাদনের তারিখ না থাকা;
- ▶ ধোয়াবিহীন তামাকপণ্যের প্লাস্টিকের মোড়ক ও পলি মোড়কের ব্যবহার এবং বিড়ির জন্য পাতলা কাগজের মোড়ক;
- ▶ চোরাই পথে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীবিহীন বিদেশী তামাক পণ্য দেশে আসা;
- ▶ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্থানীয় পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সঠিক মনিটরিং-এর অভাবেও পার পেয়ে যাচ্ছে কোম্পানিগুলো

সুপারিশমালা

উপরোক্ত দুর্বল দিক বিবেচনায় ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায়, দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক মুক্তি লাভের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা গ্রহণ করা যেতে পারে:

- আপিল ডিভিশনের রিট পিটিশন নং ১১৭৮৫ (২০১৬) এর রায় (তারিখ: ৬ ডিসেম্বর ২০২০) অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মোড়কের উপরের দিকে মুদ্রণ করা;
- সকল তামাকপণ্যের মোড়কের ৯০ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করা, এতে মোড়কের উপরে/নীচে ছবি প্রদানের সমস্যাও সমাধান হবে;
- বিড়ি, জার্ড ও গুলের ক্ষেত্রে মোড়কের ভিন্নতা, মানহীন মোড়ক, সাইজের ভিন্নতা, সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের উপযুক্ত মোড়ক না থাকা, অতি ছোট মোড়ক, এসকল সমস্যার একমাত্র সমাধান হতে পারে **Standard Packaging** প্রবর্তন;
- খুচরা শলাকা ও পানের সাথে জার্ড বিক্রয় বন্ধসহ, খোলা তামাক ও সাদা পাতাকে মোড়কের আওতায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- মোবাইল কোর্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ও সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীবিহীন তামাকপণ্য ধ্বংস করা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- উৎপাদিত পণ্যের মোড়কে উৎপাদনকারী কোম্পানির নাম ঠিকানা সুনির্দিষ্ট করে মুদ্রণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং উৎপাদনের তারিখ প্রদান বাধ্যতামূলক করা।

উপসংহার

বাংলাদেশে ১৮ মার্চ ২০২০^{১৬} থেকে ২৮ জুলাই ২০২১ পর্যন্ত বিগত এক বছর চার মাসে করোনা মহামারীতে মারা গেছে ২০,০১৬ জন।^{১৭} অন্যদিকে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১ লক্ষ ৬২ হাজার মানুষ ধূমপানের কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন রোগে মারা যায়।^{১৮} দেশের প্রায় ৪ কোটিরও বেশি মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার।^{১৯} দেশের ৩৫.৩% প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ^{২০} এবং ৬.৯% কিশোর কিশোরী তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করে^{২১}। তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় তামাকজনিত অসংক্রামক রোগের বৃদ্ধি দিন দিন আরো

^{১৬} "দেশে করোনা শনাক্ত ২৫ হাজার ছাড়াল, মোট মৃত্যু ৩৭০"। প্রথম আলো। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০৫-১৯।

^{১৭} https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87_%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A7%A7%E0%A7%AF_%E0%A6%8F%E0%A6%B0_%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%89

^{১৮} <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bangladesh/> (view on 28 July, 2021; time: 22:02)

^{১৯} দ্য টোবাকো অ্যাটলস (The Tobacco ATLAS, 6th Edition)

https://files.tobaccoatlas.org/wp-content/uploads/2018/03/TobaccoAtlas_6thEdition_LoRes.pdf

^{২০} বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)

^{২১} গ্লোবাল এডাল্ট টোবাকো সার্ভে, ২০১৭ (GATS 2017)

^{২২} Bangladesh Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 2013.

বাড়ছে। তামাকজনিত ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর কারণে বাংলাদেশ প্রতিবছর ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা বা ৩.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে, যা ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জাতীয় আয়ের (জিডিপি) ১.৪ শতাংশ।^{২২} তামাকের ব্যবহার কমানো গেলে দেশের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, কৃষি ও পরিবেশের উন্নয়নও সম্ভব। সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক। তাই ধূমপান নিয়ন্ত্রণ আইনটি বাস্তবায়নে প্রয়োজন শক্তিশালী সরকারি নজরদারি ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন, যা জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার এবং প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

^{২২} Faruque GM et al. *The Economic Cost of Tobacco Use in Bangladesh: A Health Cost Approach*. Bangladesh Cancer Society (2019).
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33653817/>